'আমাদের কলেজ'

বিষ্ণু বেরা, অধ্যক্ষ, বঙ্গবাসী কলেজ

বঙ্গবাসী কলেজের একশো বছরের ইতিহাসে আমি চতুর্থ অধ্যক্ষ। আমার পূর্বসূরীদের মধ্যে আছেন আমাদের মহান প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরিশ চন্দ্র বসু, তাঁর স্বনামখ্যাত পুত্র অধ্যক্ষ প্রশান্ত কুমার বসু এবং অধ্যক্ষ সুদেব ভূষণ ঘোষ। বিগত একশো বছরের বিচিত্র ও বন্ধুর ইতিহাস তাঁদেরই পরিচালনায় গড়া। আমি তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

বর্ত্তমান শতাব্দীর আশির দশক নূতন শিক্ষানীতির বিতর্কে আলোচিত। ঠিক একশো বছর আগে ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি নিয়ে বিতর্কমূখর ছিল গত শতাব্দীর আশির দশকটিও। অন্য অনেক নেতিবাচক দিক থাকলেও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য দেশবাসীর অদম্য চাহিদা থেকে ঐ দশকে বা তার কাছাকাছি সময়ে দেশে অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বঙ্গবাসী কলেজ তাদের অন্যতম।

বর্ত্তমান সংকলন গ্রন্থে সুযোগ্য ব্যক্তিরা এই কলেজের গৌরব গাথার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেছেন। অজস্র সমস্যা সত্বেও আমাদের সাফল্যের তালিকা বেশ দীর্ঘ। কোনও রকম সরকারী সাহায্য ছাড়াই আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সেকালের বহু অগ্রগণ্য শিক্ষাবিদ্‌দের সংগঠিত করে আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে একটি অসামান্য বিশিষ্টতা দান করেন। কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতার দাবীতে নয় চরিত্রেও আমাদের ছাত্ররা সমাজের নানা স্তরে তুলনাহীন সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। জাতীয় আন্দোলনের নানা পর্বে তাঁরা যে স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তার উজ্জ্বল স্মৃতি আমাদের অহংকার। এ সংকলনে প্রবন্ধান্তরে তার বিশদ আলোচনা আছে।

মনে রাখতে হবে—আমাদের এ গৌরব কোনও আরোপিত সাফল্য নয়। বঙ্গবাসী কলেজের শিক্ষক সমাজ, শিক্ষা কর্মী বন্ধুরা এবং ছাত্ররা সচেতন সাধনায় এটি তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। এ তাঁদের ধারাবাহিক সংগ্রামের শ্রমলব্ধ ফসল।

স্বাভাবিকভাবেই দেশের শিক্ষক আন্দোলন, শিক্ষাকর্মী আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলনে এই কলেজ সব সময়ই থেকেছে অগ্রবাহিনীর ভূমিকায়।

এই দীপ্যমান ঐতিহ্যের শিরোপা মাথায় নিয়ে আমি যখন কলেজ পরিচালনার দায়িত্বে এলাম কলেজের ইতিহাস তখন শতবার্ষিকীর প্রায় দোর-গড়ায়।

আমার পূর্বসূরীদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। যে গৌরব ও সাফল্যের সঞ্চয় তাঁরা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন—তা আমার দুর্লভ উত্তরাধিকার। কিন্তু দীর্ঘ ইতিহাসের একটা অন্য দায় আছে। তা হোল ক্রমপুঞ্জিত সমস্যার দায়। অতীতের উজ্জ্বল দীপ্তির নীচেই বিদীর্ণ বর্ত্তমানের কালো-ছায়া।

বহু ব্যবহারে জীর্ণ ও বিবর্ণ এই কলেজভবন—তার আসবাবপত্র, রুদ্ধশ্বাস লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরী—সব মিলিয়ে একটা ক্লান্ত প্রাচীনত্বের ম্লানতা আমার নিত্যসংগী। অর্থ সংকট আছে বিপজ্জনক মাত্রায়। বিদ্যুৎ ও জল সরবাহ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত। একটা দীর্ঘশ্বাস-দগ্ধ পরিবেশ যা প্রায়শই আমার টুটি চেপে ধরে। একই ভবনে আরো দুটি কলেজ—বঙ্গবাসী মর্ণিংকলেজ ও বঙ্গবাসী ইভনিং কলেজ; জন্মলগ্ন থেকেই এই কলেজ দুটি আমাদের কলেজ ভবন এবং অফিস ও ল্যাবরেটারি ব্যবহার করছে। ফলে এক শ্বাসরোধী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, জন্ম নিচ্ছে নূতন নূতন সমস্যা। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরাও বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের আশা ছিল শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা কলেজভবনটির আমূল সংস্কার করে উন্নয়নের কাজে হাত দিতে পারবো। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী

কমিশনের কাছে কলেজ ভবন সংস্কারের যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম—তা গৃহীত হয়নি।

আমি গর্বিত, আমার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের এবং প্রবহমান ছাত্রসমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্য এই কঠিন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাকে পথের নিশানা দিয়েছে। উপকরণের দীনতাকে ঢেকে দিয়েছে আন্তরিতার গাঢ়তা।

একের পর এক সমস্যার মোকাবিলা করে চলেছি—সেই সংগ্রামী মানসিকতার এবং আন্তরিকতার মূলধনকে সম্বল করেই। এই বিশিষ্টতাকেই আমরা বলি—'বঙ্গবাসী কাল্‌চার'।

সুখের কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অতি সম্প্রতি আমাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে'র বিপুল সমস্যাটি মিটিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কলেজভবনটির সংস্কারের জন্য প্রায় তেইশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। অনেক স্মৃতিবিজড়িত এই কলেজ ভবনটিকে আমরা রক্ষা করতে পারবো ভেবে স্বস্তি পাচ্ছি।

অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বাণিজ্যবিভাগে অনার্স চালু করে আমরা বিভাগটিকে সমৃদ্ধ করেছি। ইতিহাস ও বোটানিতে অনার্স চালু করার চেষ্টা চলছে—সাফল্য সম্বন্ধে আমরা আশাবাদী।

আমাদের খেলার মাঠ এবং শিবিরটিকে সুসজ্জিত করার কাজে অবিলম্বে হাত দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এবং রাজ্য-সরকারের অর্থসাহায্য নিয়ে কলেজ পাঠাগার ও পরীক্ষাগারগুলির উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এ কার্য্যক্রম যদি অব্যাহত থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতেই আমরা বর্তমান সমস্যা থেকে মুক্তি পাবো, শতবর্ষের খতিয়ানে এই সম্ভাবনার মূলধনের অঙ্কটা কম নয়।

কলেজ তার দীর্ঘ জীবনের দ্বিতীয় শতকে প্রবেশ করেছে। এ শতকটিকে আমরা হৃতগৌরবের স্মৃতিচারণার শতক হতে দেব না।

তাই উদ্যত বিপর্য্যয়ের মুখোমুখি আমরা উন্নয়ণের পদক্ষেপ নিয়ে চলেছি।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা এবং আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা নানা অসুবিধার মধ্যে অবিচল থেকে পঠন-পাঠনের ব্যাপারে একটি সমুচ্চ আদর্শকে অনুসরণ করে চলেছেন। কেবল উপকরণের বাহুল্য দিয়ে নয়, আমরা উজ্জ্বল আগামী দিনকে বরণ করছি—প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেণ, সেবয়া।